দৈনিক খবর

তারিখ 9 Aug 89
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

বিয়ানীবাজার মহাবিদ্যালয় নানাবিধ সমস্যায় জড়িত

॥ আলী আহমেদ বেবুল ॥

সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিয়ানীবাজার মহাবিদ্যালয় দীর্ঘদিন ধরে নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত থাকায় সুষ্ঠু লেখাপড়া বিঘ্নহচ্ছে।

১৯৬৮ সালের ১৫ই আগস্ট এ মহাবিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এখানে স্নাতক পর্যায়ে কলা ও বাণিজ্য এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগ চালু আছে। ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় এখানে শ্রেণীকক্ষ নেই। অন্যদিকে আসবাবপত্রের অভাবও প্রকট। হিসেব করে দেখা গেছে, যেখানে ১০/ ১২টি শ্রেণীকক্ষ থাকার কথা সেখানে আছে মাত্র ৭টি। এতে করে কোন কোন ক্লাশে ছাত্ররা দাড়িয়ে ক্লাশ করে। সর্বোচ্চ ৯জন ছাত্র থাকার উপযোগী একটি ছাত্রাবাস নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু শ্রেণীকক্ষ না থাকায় এখানেও ক্লাশ নেয়া হচ্ছে।

এখানে ১৯৭৯ সাল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের তাত্ত্বিক ও ১৯৮৪ সাল থেকে ব্যবহারিক পরীক্ষা কেন্দ্র চালু হয়েছে। ১৯৭২ সালে এ মহাবিদ্যালয়টিকে ডিগ্রী পর্যায়ে উন্নীত করে একটি পূর্ণাঙ্গ মহাবিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়। ১৯৭৪ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এ মহাবিদ্যালয়কে ডিগ্রী কলেজ এবং ১৯৮৮ সালে ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবেঅনুমোদন দিয়েছে। মহাবিদ্যালয়ে বিজ্ঞানাগারের যথেষ্ট যন্ত্রপাতি ও কোন উদ্ভিদ বাগান নেই। ছাত্রী মিলনায়তন অত্যন্ত অপরিসর। সেখানে ছাত্রীদের তুলনায় বসার জায়গা নেই। ছাত্র মিলনায়তনের অবস্থাও খুবই খারাপ। উভয় মিলনায়তনে খেলাধুলা ও পত্র-পত্রিকা পড়ার কোন ব্যবস্থা নেই। ছাত্র সংসদ ছিল সেটিও মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় বাতিল হয়ে গেছে। পাঠাগারের বই এক হাজারের উর্ধ্বে। তবে সেখানে বসে পড়ার মত যথেষ্ট জায়গার অভাব। ছাত্র-ছাত্রীদের মহাবিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্য কোন কলেজ বাস নেই।

প্রায় ১২শ ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত এ মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা খুবই নগণ্য। বর্তমানে ২২জন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, ৪ জন অফিস সহকারী ও ৮ জন ৪র্থ শেণীর কর্মচারী আছেন। বিশেষ করে বিজ্ঞানের ৪টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য আছেন মাত্র ৪ জন অধ্যাপক। এ মহাবিদ্যালয়ে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে অধ্যক্ষের পদটি শূন্য হয়ে আছে। বর্তমানে বাংলা বিভাগের একজন অধ্যাপক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন।

এ মহাবিদ্যালয়ের স্থান সংকুলানের জন্য ৩০ ফুট X ২০ ফুট মাপের কমপক্ষে ৫টি কক্ষের প্রয়োজন অত্যাবশ্যক। এ ছাড়া আবাসিক সমস্যা সমাধানের জন্য একটি ছাত্রাবাস ও শিক্ষকদের জন্য একটি কোয়ার্টার নির্মাণ করা খুবই জরুরী। বহু সমস্যায় জর্জরিত এ মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বরাবরই খুবই ভাল। ১৯৮৮ সালের ২৪শে মার্চ উক্ত মহাবিদ্যায়ের প্রাঙ্গণে এক জনসভায় রাষ্ট্রপতি আলহাজ্ব হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এ মহাবিদ্যালয়কে সরকারীকরণের ঘোষণা দেন। কিন্তু প্রায় দেড় বৎসর হয়ে গেল আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির প্রতিশ্রুতি মোতাবেক মহাবিদ্যালয়টি সরকারীকরণ করা হয়নি। উপজেলাবাসী রাষ্ট্রপতির ঘোষণা অনুযায়ী অবিলম্বে বিয়ানীবাজার মহাবিদ্যালয়কে সরকারীকরণের জোর